25 JUN 2008

# ডিগ্রি পাস কোর্সের মান

ডিগ্রি পাস কোর্সের মানের যে মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে উহা আর কাহারও অজানা নাই। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও আগ্রহ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন সম্মান লইয়া পাঠজীবনের এই স্তর পার করিতে চাহে। কিন্তু বাস্তব হইতেছে, গ্রামাঞ্চলের ইন্টারমিডিয়েট পাস করা অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তাহাদের রেজাল্টের কারণে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে না। তাহারা বাধ্য হইয়াই ডিগ্রি শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সেই আশা কাহারও পূরণ হয়, কাহারও হয় না। আজকাল শিক্ষাব্যবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে চাকুরির বাজারে এবং সাধারণের কাছে ডিগ্রি পাসের তেমন কোন দাম নাই। অথচ ২০০১-০২ সাল হইতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের কলেজগুলিতে ৩ বৎসর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স চালু হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষালাভের অন্যতম লক্ষ্য যে ভাল কর্মসংস্থান। প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী পাস কোর্সে পাস করিতেছে, কিন্তু চাকুরি পাইতেছে না। কর্মমুখী শিক্ষার কথা গত দুই দশক ধরিয়াই নীতিনির্ধারকরা বলিয়া আসিতেছেন। উহার খেসারত যে জাতিকে দিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন উঠে স্বাভাবিক, যেই শিক্ষা চাকুরি বাজারে তেমন কোন মূল্য পায় না, সেই শিক্ষা লইয়া লাভ কি? যুগান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম 'পাস কোর্সের আর কোন আবেদন নাই' ইহাতে যেই সকল কারণ দর্শানো হইয়াছে উহা যথার্থই। চাকুরির বাজারে, সামাজিক জীবনে ডিগ্রি পাসের মূল্যহীনতাই কেবল নহে ৩ বৎসরের কোর্স পাস করিতে শিক্ষার্থীদের সময় লাগে ৭/৮ বৎসর। সময়ের এই অপচয় মানিয়া লওয়া যায় না। পাস করিবার পর অনেকের সরকারি চাকরির বয়সও থাকে না। এতদ্বিষয়ে রাজধানীর কয়েকটি কলেজের অধ্যাপক-অধ্যক্ষের মতামতও প্রণিধানযোগ্য। নগর ও গ্রামাঞ্চলে ডিগ্রি কলেজে হউক তাহা সরকারি কিংবা বেসরকারি শিক্ষক স্বল্পতাই প্রধানত দায়ী। পথ ধরিয়া শিক্ষকদের যথানিয়মে ও সময়ে ক্লাস না লওয়া, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না লওয়া ও খাতা যাচাই না করা, পাঠ সমাপ্তির পর পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে এক বৎসরব সময় ব্যয় করা অন্যতম কারণ। ডিগ্রি কারিকুলাম কর্মমুখীকরণ, শিক্ষকস্বল্পতা দূরীকর শিক্ষক প্রশিক্ষণদান, সময়মতো পাঠ কাজ সমাপ্ত করে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশ ৩ বৎসরের কোর্স যাহাতে ৩ বৎসরেই সম্পন্ন হয়, উহা নিশ্চিত করা গেলেই ধারণা যায় এই সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। একটি দেশে কেন দুই ধরনে ডিগ্রি কারিকুলাম চালু থাকিবে? ডিগ্রি-অনার্সসহ এবং অনার্সবিহীন— এই দুই ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে আশরাফ-আতরাফ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাহারা ইন্টারমিডিয়েটে ভালো ফল করিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাই বোধহয় শ্রেয়তর হইবে। বিজ্ঞানের এই যুগে পুঁথিগত বিদ্যালাভে কোন ফায়দা হইবে না। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দিতে হইবে। অনুন্নত এলাকার শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করিতে হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেই ব্যবধান সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহার অবসান করতে হইবে।

কলেজসমূহের ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা তদারক করিয়া থাকে যেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সেই প্রতিষ্ঠানটিরই লেজে গোবরে অবস্থা দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে শিক্ষা মানোন্নয়নের চাইতে অবনয়নই বেশি ঘটিতেছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সেশন কয়েক বৎসর পূর্বে ৫/৬ মাস ধরে ডিগ্রি পরীক্ষা লওয়ার মতো তুঘলকি কাণ্ডও করিয় এই প্রতিষ্ঠানটি। পাস কোর্সের মান রক্ষা করিতে হইলে যত্রতত্র অনার্স ডিগ্রি চালুর প্রবণতাও কমাইতে হইবে। সামগ্রিকভাবে বাড়াইতে হইবে তদারকি ও পর্যবেক্ষণ। সরকারি ও বেসরকারি, শহুরে ও মফস্বল— সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। যেই সকল বিষয়ে চাকুরির বাজারে চাহিদা ব সেই সকল বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হইবে পাঠ্যক্রমে। ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার মানাবনয়ন শিক্ষার সার্বিক দীনতাই প্রকাশ করে। ডিগ্রি স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি উহাকে যুগোপযোগী ও চাহিদা মাফিক করিবার বিকল্প নাই।